সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা; চালুর অপেক্ষায় ফিক্সড চিমনির ১৯ ইটভাটা

একদিকে সরকারি নির্দেশনায় ফিক্সড চিমনির ইটভাটা বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে মেহেরপুরে এসব ভাটা চালুর প্রস্তুতি চলছে। জেলার তিন উপজেলায় থাকা ১৯টি ফিক্সড চিমনির ইটভাটার কোনোটিরই অনুমোদন নেই।

তারপরও কয়েকটি ভাটায় ইট সাজিয়ে আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অন্যগুলোতে চলছে ভাটার বেড তৈরির কাজ। এদিকে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকটি ভাটায় অভিযান চালিয়ে একটি ভাটা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুটি ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে। এবং কয়েকটি ভাটায় জরিমানা ও ভাঙা ছাড়ায় ফিরে আসায় জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

এসব ইটভাটা চালু হলে এক মৌসুমে প্রায় ৯ লাখ মণ কাঠ পোড়ানো হতে পারে। প্রতিটি ভাটায় গড়ে ২৫ হাজার মণ কাঠের প্রয়োজন হয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। বিপুল পরিমাণ এই কাঠের জোগান দিতে গিয়ে বনজ সম্পদের ওপর চাপ বাড়ার পাশাপাশি বায়ুদূষণ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মেহেরপুরে মোট ৫৮টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪০টি জিগজাগ প্রযুক্তির ভাটা অনুমোদন পেয়েছে। বাকি ১৯টি ফিক্সড চিমনির ভাটার কোনো অনুমোদন নেই। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে কয়েকটি ভাটায় অভিযান চালিয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে অন্য ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় এসব ফিক্সড চিমনির ভাটা রয়েছে। প্রতিটি চিমনির উচ্চতা ১২০ ফুট। ভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর প্রধান জ্বালানি কাঠ। একটি ভাটায় এক মৌসুমে গড়ে ২৫ হাজার মণ কাঠ প্রয়োজন হলে ১৯টি ভাটায় প্রয়োজন হবে প্রায় ৪ লাখ ৭৫ হাজার মণ কাঠ।

তিনটি ভাটায় আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি

চালিয়েছেন। কোনো ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে, আবার কোনো ভাটায় কেন করা হয়নি, তা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভালো বলতে পারবেন। তবে জরিমানা করা মানে ভাটাকে বৈধতা দেওয়া নয়। ফিক্সড চিমনির ইটভাটা কোনোভাবেই চালাতে দেওয়া হবে না।”

সরকারি নির্দেশনা ও প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কথা জানানো হলেও মাঠপর্যায়ে ভাটাগুলোর প্রস্তুতি চলার অভিযোগ রয়েছে। কয়েকটি ভাটায় আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, অন্যগুলোতেও চলছে কাজ। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযান ও নিষেধাজ্ঞার পরও কীভাবে এসব ভাটা চালুর প্রস্তুতি চলছে? সব ভাটার বিরুদ্ধে সমানভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

প্রায় ৫ লাখ মণ কাঠ পোড়ানোর আশঙ্কার মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ—ইট পোড়ানোর মৌসুম শুরুর আগেই সরকারি নির্দেশনা কার্যকর করা। অন্যথায় পরিবেশ রক্ষার আইন ও নির্দেশনা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।